ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৬৬(আগরতলা-২৩।০৯)
ধর্মনগর,২৩ সেপ্টেম্বর,২০১৯

দামছড়ায় জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী
সমষ্টিগত উন্নয়নের কথা ভাবছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ

উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার দামছড়া কমিউনিটি হলে আজ মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবার অনুষ্ঠিত হয়। জনতার দরবারে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে জনতার দরবারে উপস্থিত জনসাধারণের সাথে মত বিনিময় করেন। উপস্থিত জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কেও তিনি অবহিত হন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী জনতার দরবারে আলোচনার শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, রাজ্যবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। এখন সমষ্টিগত উন্নয়নের কথা ভাবছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। জনতার দরবারে উপস্থিত রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকগণও উপস্থিত জনসাধারণের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় করেন। উল্লেখ্য, নির্বাচন সহ বিভিন্ন কারণে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আজ থেকে পুনরায় শুরু হলো মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবার অনুষ্ঠান।

বেশ কিছুদিন ধরেই জনতার দরবারকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা চলছিলো এই এলাকায়। দলমত নির্বিশেষে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিলো প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সেই অনুযায়ী সোমবার অনুষ্ঠিত জনতার দরবারে বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তারা নিজেদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে। সাধারণ মানুষের কথা শোনার জন্য প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে আজই দামছড়ায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি সবার কথা শোনেন এবং এক মাসের মধ্যেই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। বাকি যে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে তাও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বেশিরভাগ জনসাধারণই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের দাবি নিয়ে এসেছেন। মূলত জনজাতি অধ্যুষিত এই এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন সিংহভাগ জনজাতি অংশের লোকজন। কেউ বলছিলেন স্কুলের কথা, আবার কেউ চিকিৎসা পরিষেবার দাবি তুলে ধরলেন। আবার অনেকে রাস্তাঘাট, প্রশাসনিক পরিকাঠামো ইত্যাদির কথা বললেন। মাত্র দু'জন সরকারি চাকরির জন্য বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে রাজ্যবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিন সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও রাজনৈতিক নেতা সেই অর্থে আসেননি বরং সাধারণ মানুষ এসেছেন। এর মধ্যে ৯৯ শতাংশই জনজাতি অংশের।

***২-এর পাতায়

মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী ছোটখাটো সমস্যা স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদেরই সমাধান করে দেওয়ার জন্য বলেন। পঞ্চায়েত সচিব থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যসচিব পর্যন্ত যে যেখানেই দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন সেখানেই তিনি যেন আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। যেখানেই থাকবেন মডেল ত্রিপুরা রাজ্য নির্মাণের জন্য কাজ করবেন।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ এখন সমাজের সার্বিক কল্যাণের কথা ভাবছে। বিরোধীদের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি এখানে এসে কারোর কাছ থেকেই শোনেননি যে তারা কেউ খেতে পাচ্ছেন না। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় না গিয়ে সত্যের মুখোমুখি না হয়ে আগরতলায় বসে রাজনীতি করার ফলেই এ ধরনের অভিযোগ করে থাকেন বিরোধীরা। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের কাছে গিয়ে আসল সত্য জানার জন্য বিরোধীদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন সহ উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, ডিজিপি এ কে শুক্লা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, অতিরিক্ত সচিব মিলিন্দ রামটেকে, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি সঞ্জয় মিশ্র, মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি দিলীপ রায়, উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রাভাল হেমেন্দ্র কুমার সহ রাজ্য সরকারের উত্তর জেলার বিভিন্ন দপ্তরের জেলা আধিকারিকগণ।

*****